৭০

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...30 MAY. 1998.. ..

পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২..

অছাত্র নেতাদের বিশেষ ব্যবস্থায় ভর্তির তাগিদ

নয়া ডাকসু নির্বাচন অনিশ্চিত

আনোয়ার আলদীন ॥ দীর্ঘ ৮ বছরের অকার্যকর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী সংসদ ডাকসু ভাঙ্গিয়া দেওয়ার পর এখন, নূতন ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়া অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগামী অক্টোবর-নভেম্বরে নয়া ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করিলেও এই ব্যাপারে ইতিমধ্যে ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল অধিকাংশ ছাত্র সংগঠনের ছাত্রজীবন অতিক্রান্ত হওয়া নেতারা আভ্যন্তরীণ বিরোধিতা ও অনীহা প্রকাশ করিতেছেন। ছাত্র সংগঠনগুলির কেন্দ্রীয় শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের কাহারও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্ব নাই। ফলে নয়া গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তাহারা ডাকসু নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না। দেশের প্রধান ছাত্র সংগঠন দুইটির শীর্ষ পর্যায়ের

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

নয়া ডাকসু নির্বাচন

(শেষ পৃঃ পর)

নেতাদের ডাকসু নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে। কিন্তু দীর্ঘ ৮ বছর নির্বাচন না হওয়ার কারণে তাহাদের এই আকাঙ্ক্ষাও পূরণ হয় নাই। ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের কমিটির মেয়াদও উত্তীর্ণ হইয়াছে। সাংগঠনিক এবং অন্যান্য কারণে এই দুই সংগঠনের নির্ধারিত সময়ে সম্মেলন হয় নাই। অন্য মাঝারি ও ছোট ছাত্র সংগঠনগুলির শীর্ষ পর্যায়ের অনেক নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্র নহেন। ফলে শিক্ষাজীবনের মেয়াদ উত্তীর্ণ ছাত্রনেতাদের পক্ষ হইতে দাবী উঠিয়াছে-ডাকসু নির্বাচন সম্পন্ন করিতে হইলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপযুক্ত নেতাদের বিশেষ ব্যবস্থায় ভর্তির মাধ্যমে সীমিত সময়ের জন্য হইলেও ছাত্র করিতে হইবে। ১৯৮৯ সালে ডাকসু নির্বাচনের পূর্বে কর্তৃপক্ষ প্রতি সংগঠন হইতে ৫ জন করিয়া ছাত্রনেতাকে বিশেষ ব্যবস্থায় ভর্তি করিয়াছিলেন। '৯০-এর নির্বাচনেও সীমিত পর্যায়ে এই বিশেষ ব্যবস্থায় ভর্তির মাধ্যমে ছাত্র নেতাদের ডাকসুতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। ঐ দুইটি নির্বাচনে যাহারা ডাকসু'র কর্মকর্তা হইয়াছিলেন তাহাদের অনেকেই ছিলেন 'বিশেষ ব্যবস্থায় ভর্তি' হওয়া। ঐ সময় আইইআর এবং পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইন্সটিটিউটে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৯০ সালের ৬ই জুন ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদল মনোনীত 'আমান-খোকন-আলম' পরিষদ পূর্ণ প্যানেলে জয়লাভ করে। উহার পর ১৯৯১ সালে এবং তাহার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৩-দফা ডাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন। কিন্তু একটি ছাত্র সংগঠনের সহিংস বিরোধিতার কারণে নির্বাচন প্রক্রিয়াই ভন্ডুল হইয়া যায়। ইহার অন্যতম কারণ ছিল সংগঠনের শীর্ষ পর্যায়ের অছাত্র নেতাদের বিশেষ ব্যবস্থায় ভর্তির সুযোগ দিয়া ছাত্র না করা।

"ডাকসু ভাঙ্গিয়া দেওয়ার পর এখন ডাকসু নির্বাচন হইবে এমন আকাঙ্ক্ষায় সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের 'ছাত্র' নেতারা আনন্দের জোয়ারে ভাসিতেছে। কিন্তু 'ছাত্রত্ব' সমস্যার কারণে অন্তরালগত বিরোধিতায় যে অতীতের মতই নির্বাচন করিতে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হইবে তাহা এখনও আঁচ করিতে পারিতেছে না।"-এই মন্তব্য একটি ছাত্র সংগঠনের একজন অভিজ্ঞ ছাত্রনেতার। বিশেষ ব্যবস্থায় ভর্তির বিষয়টির প্রতি কয়েকজন ছাত্রনেতা কর্তৃপক্ষকে তাগিদও দিয়াছেন। কিন্তু ফল হয় নাই। ভিসি আজাদ চৌধুরী এই প্রতিনিধিকে জানান, ডাকসু নির্বাচনের পূর্বে ছাত্রনেতাদের বিশেষ ব্যবস্থায় ভর্তির সুযোগ দেওয়া হইবে না। তবে ওয়াকিবহাল মহল মনে করে ডাকসু নির্বাচন করিতে হইলে বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে।